জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গুদামে 'নাট্যকলা'

আরিফ হায়দার

অনেক দিন হলো, বছর পার হয়ে গেলো তবু আশায় বুক বাঁধছে নাট্যকলা বিষয়ের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা। কেনই বা আশায় বুক বাঁধবে না?

যে দেশে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নাট্যকলা পড়ানো হয়, সে দেশের নাট্য পড়ুয়ারা বুক বাঁধতেই পারে। এই শিক্ষার্থীরা নাট্যশিল্পের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক— দুদিকেই পারঙ্গম হয়ে উঠছেন। এ ছাড়া বেশির ভাগ নাট্যশিক্ষার্থীই কোনো না কোনো নাট্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছে ব্যবহারিক কাজ শেখার জন্য। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের কাজই করানো হয়ে থাকে। তার পরেও মঞ্চে কাজ করে যাচ্ছে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। কিন্তু যখন সরকার অদল-বদল হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রীরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো মন্তব্য করে বসেন যে, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগগুলো আছে তার কি দরকার? এই বিভাগগুলো না থাকলেও চলে। এগুলোর জন্য শুধু শুধু অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এমন মন্তব্যের জন্য একটি দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের কতোটা ক্ষতি হতে পারে তা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ শিক্ষা নির্ধারকরাও নিশ্চয়ই জানেন।

তারা হয়তো বিশ্বাস করবেন একটি দেশকে চেনা যায় তার সংস্কৃতি থেকে। অথচ আজ আমার দেশের প্রতিনিধি তারই বিপরীত মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন।

এ সবের মধ্যেও বিগত সরকার পদক্ষেপ নেয় কলেজসমূহে নাট্যকলা পড়ানোর। আর তারই সূত্রধরে নাট্য ব্যক্তিত্বরা এগিয়ে আসলেন, রচিত হলো একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য গ্রন্থ- 'নাট্যকলা' প্রথমপত্র, 'নাট্যকলা' দ্বিতীয় পত্র। যদিও বই দুটি আজ পর্যন্ত কোনো বিক্রেতার হাতে এসে পৌঁছায়নি। শিক্ষার্থীর হাত তো বহু দূর।

বেশ কাঠ-খড় পুড়িয়ে বই দুটি সংগ্রহ করলাম। পাতা উল্টাতেই চোখে পড়লো ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে নাট্যকলা বিষয়টি নির্ধারণ করেছে শিক্ষাবোর্ড। এবং তারই ফল স্বরূপ বিগত সরকারের আদেশক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 'নাট্যকলা' নামে প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্রের জন্য দুটি বই প্রকাশ করেছে। অথচ এখন ২০০২ সাল— নতুন সরকার, নতুন দেশ— তবু কোনো কলেজেই এই বিষয়টি পড়ানোর খবর পাওয়া যায়নি। লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে রচিত ও মুদ্রিত 'নাট্যকলা' বইগুলো গুদাম ঘরে ফেলে রাখা হয়েছে। হয়তো এতে কারো কিছু আসবে-যাবে না। কারণ সম্পাদক ও লেখকরা পেয়ে গেছেন তাদের সম্মানী। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যেখানে নাট্যকলা পড়ানো হচ্ছে সেই দেশের কলেজসমূহের পাঠ্যক্রমে থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে না। এই 'না' পড়ানোর ব্যাপারটি কি শুধু শিক্ষাবোর্ডের অবহেলা না কি সকল কলেজের অবহেলা? আবার যদি একটি হয়তো বাজারেও আসেনি মুদ্রিত 'নাট্যকলা'র বই দুটি।

বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে, বর্তমানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য নাট্যকলা বিষয়টি নিয়ে প্রশ্নপত্রও তৈরি করা হয়ে থাকে। কিন্তু

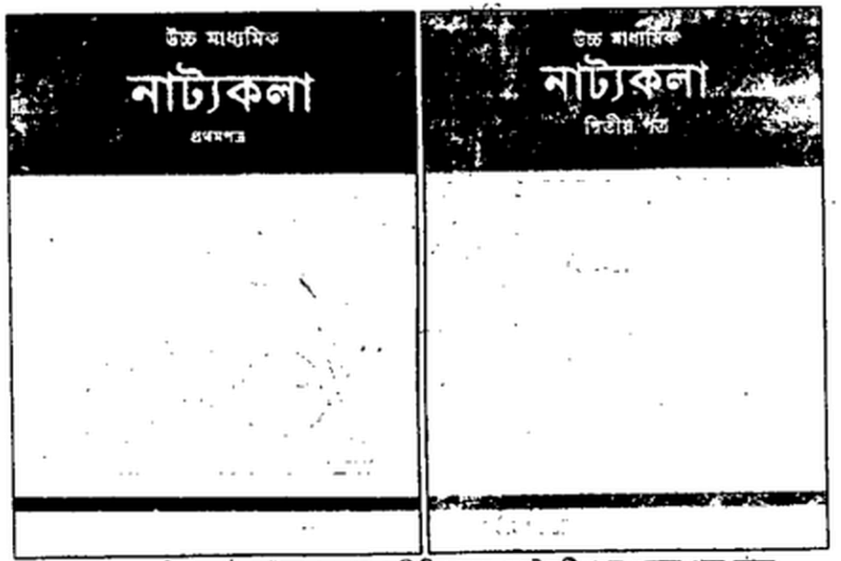

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠ্য নাট্যকলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের এ বই দুটি এখন গুদামে পড়ে আছে

অন্যভাবে দেখা যায়— তবে এমন একটা বিষয়ই চোখে পড়ে যে, সরকারি কলেজে নাটক পড়াতে হলে তো বিসিএস ক্যাডার শিক্ষক লাগবে, ফলে সরকার সকল প্রস্তুতি নিয়েও থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ বিসিএস গাইডে নাটকের কোনো সিলেবাস না থাকায় তেমন কোনো বিশেষজ্ঞ নেই, অতএব বিষয়টি চেপে যাওয়াই ভালো। তাই প্রশ্নপত্রটি তৈরি করা পর্যন্তই। আজ পর্যন্ত কোনো কলেজেরই শিক্ষকরা জানেন না এমন একটা বিষয়ের জন্য বই আছে এবং প্রশ্নপত্রও করা হয়। তাদের চোখ কেবল সিলেবাসের পাতাতেই নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু যারা এই বইটি রচনা এবং সম্পাদনা করেছেন তারা ইচ্ছা করলে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। অথচ তারা ধরি মাছ না ছুঁই-পানির কৌশল নিয়ে নীরবে নিরাপদ দূরত্বে রয়ে গেলেন।

নাট্যকলার প্রথমপত্র বইটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং দ্বিতীয়পত্র সম্পাদনা করেছেন ড. সেলিম আল দীন। প্রথমপত্র ও দ্বিতীয়পত্রটি রচনা করেছেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ, আফসার আহমদ ও রহমত আলী। দুটি পত্রের মানবন্টন করা হয়েছে সুন্দরভাবে। সেইসঙ্গে পাঠ্যবই হিসেবে সত্যিই সুন্দর হয়েছে বইদুটি। তত্ত্বীয় বিষয়টি সহজ করে লেখা এবং সেই সঙ্গে ব্যবহারিক বিষয়গুলোও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সময় উপযোগী। প্রথমপত্রের মানবন্টন করা হয়েছে- তত্ত্বীয় ৬০ নম্বর, ব্যবহারিক ৪০। দ্বিতীয় পত্রে তত্ত্বীয় ৭০ নম্বর, ব্যবহারিক ৩০ নম্বর। মোট ২০০ নম্বর। এই ২০০ নম্বর ছাত্রছাত্রীদের নম্বরপত্রে যোগ হতেই পারতো এবং সেই থেকে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলায় পড়তে আসাটা অনেকটা সহায়ক হতে পারতো। অথচ সরকারি উদাসীনতার কারণে বিষয়টি আজ পর্যন্ত শুরু করা সম্ভব হলো না। আজ কলেজসমূহে নাটক বিষয়টি পড়ানো হলে অনেক নাট্যকলার অনেক ছাত্র (নাট্যকলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, এম ফিল ডিগ্রিপ্রাপ্ত) শিক্ষকতায় যুক্ত হতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা পেতেন। বর্তমান সরকার কি বিষয়টি নিয়ে ভাববেন? না কি বন্ধ করে দেওয়া হবে নাট্যকলা? তবে সরকার নিশ্চয় ভাববেন যে, শুধু বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই নাটক পড়ে ছাত্রছাত্রী বেরুচ্ছে তা নয় বিদেশ থেকেও অনেকে নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা পড়ানো হয়— ঢাকা, জাহাঙ্গীর নগর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

নাট্যকলা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করবে এমন শিক্ষার্থীরা নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এমনকি হতাশ হয়ে তারা ঘুরে ফিরছে অন্য কাজের আশায়।

এমন একটা অবস্থায় বর্তমান সরকার যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেয় তবে শিক্ষা সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি কলেজ পর্যায়ে অন্ধকারে থেকে যাবে। সেই সঙ্গে নাট্য সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে পেশাদারিত্ব বিলম্বিত হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে এই আশা পোষণ করি যে, সমস্ত কিছু বিবেচনা করে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে কলেজসমূহে নাট্যকলা বিষয়টি পড়ানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

আরিফ হায়দার : নাট্যকর্মী, সাংবাদিক।

APR 06 2002